দারিদ্র্যবিমোচন ও বয়স্ক শিক্ষা প্রসঙ্গে

মোঃ হুমায়ূন কবির সরদার

১৯৫২ থেকে ১৯৯১ পর্যন্ত অনেক আন্দোলনের সিঁড়ি বেয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। এ সবগুলো আন্দোলনের স্লোগান বা মূল কথা ছিল আমরা স্বনির্ভর ও উন্নত জাতি হিসেবে গড়ে উঠবো এবং মৌলিক মানবিক অধিকারগুলো প্রতিষ্ঠা করবো। সে গড়ে ওঠা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার পথে যে বিষয়গুলো বাধার সৃষ্টি করছে– তার মধ্যে অন্যতম হলো নিরক্ষরতা ও দারিদ্র্য।

বর্তমানে সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি নিয়ে অনেক কাজ হচ্ছে। সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে দারিদ্র্য দূরীকরণের পূর্বে নিরক্ষরতা দূরীকরণের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। কারণ যাদের জন্য দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচি, তাদের আগে নিরক্ষরমুক্ত করা দরকার অর্থাৎ সাক্ষর করা দরকার। আমরা তাকেই সাক্ষর বলি, যিনি নিজে পড়তে, লিখতে, হিসাব কষতে পারেন এবং পরিবেশ সচেতন তথা উন্নয়নের ধারা উপলব্ধি করতে পারেন। সেই সঙ্গে অন্যকে পড়াতে, লেখতে, লিখিতভাবে হিসাব বুঝাতে সক্ষম ও কিছু বিষয় যেমন, বৈজ্ঞানিক চাষাবাদ, হাঁস-মুরগি পালন, মৎস্য চাষ, বাঁশ-বেতের কাজ বা বিভিন্ন ট্রেডের প্রশিক্ষণ বোঝার ক্ষমতা একজন সাক্ষর ব্যক্তির থাকে। সরকারের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরের বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচির বা কিশোর-কিশোরী শিক্ষা কর্মসূচির যেসব পাঠ্যবই রয়েছে, সেগুলো কারিকুলাম অনুযায়ী পাঠদানের মাধ্যমে সাক্ষর লোক সৃষ্টি করা হচ্ছে।

দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির লক্ষ্যে দেশকে প্রথমে সাক্ষর তথা নিরক্ষরমুক্ত করার জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর বর্তমান চারটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের (মন্ত্রণালয়ের) পরিচালনাধীন এ অধিদপ্তর স্বল্প জনবল, সীমিত সময় ও ন্যূনতম অর্থ ব্যয়ে জিও, এনজিও জেলা ও থানা প্রশাসনের সঙ্গে সর্বস্তরের সর্বমহলের প্রতিনিধিদের সহযোগিতায় যে গতিতে দেশে সাক্ষর সমাজ সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করছে, কাজের এ গতিকে এবং কাজের এ মডেলকে বাংলাদেশের জন্য ক্রাশ প্রোগ্রামের একটি দৃষ্টান্ত বলা যেতে পারে।

উপরোক্ত অবস্থায় নিরক্ষতা দূর করে সাক্ষর সমাজ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন কমসূচির উপযোগী লক্ষ্য দল তৈরি করে উন্নত দেশগুলোর আদলে বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূর করা যায়। স্বনির্ভর অর্থনীতি গড়ার একটি দিগন্ত উন্মোচন করা যায়, আর তা হলো কর্মমুখী বা চাহিদা ভিত্তিক অব্যাহত শিক্ষা কর্মসূচি'র বাস্তবায়ন।

এ প্রসঙ্গে দুএকটি কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন। সেগুলো হলো, বয়স্ক নিরক্ষর লোকেরা মনে করেন, তাদের তো বয়স হয়ে গেছে (মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত এবং তারা মসজিদে অর্থাৎ কর্মে বা পেশায় পৌঁছে গেছেন)- এ বয়সে তাদের লেখাপড়া শিখে কি লাভ? আবার অনেকেই মনে করেন বয়স্ক শিক্ষার পরে কি হবে? এসব প্রশ্নের উত্তর রয়েছে বয়স্ক শিক্ষার নতুন মতবাদে। বয়স্ক শিক্ষার নতুন মতবাদ অনুযায়ী বয়স্ক লোকেরা কোনো না কোনো পেশায় নিয়োজিত। অথবা তারা কোনো না কোনো পেশায় নিয়োজিত হতে চান। যারা কোনো না কোনো পেশায় নিয়োজিত হতে চান, তাদের পেশাগত দক্ষতা প্রদানের জন্য এবং যারা বর্তমানে কোনো না কোনো পেশায় নিয়োজিত আছেন, তাদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য হলো বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচি। যুক্তরাজ্যে যারা স্কুল জীবনে ভালো করেননি, যারা ছোট পদে চাকরি করছে কিন্তু পদোন্নতি পরীক্ষা দিতে চান, যেকোনো ধরনের দক্ষতা অর্জন করতে চান, তারা তাদের প্রয়োজন ভিত্তিক দক্ষতা অর্জনের বা দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রে আসেন।

আমাদের দেশের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির অর্থ এমনভাবে বিনিয়োগ প্রয়োজন যাতে ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, অঞ্চল, জাতি বা ৩০ লাখ শহীদের রক্তের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা স্বপ্নের বাংলাদেশ স্বনির্ভর হয়। আর সেজন্য অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে এটা করা যেতে পারে-যাতে দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচির প্রথম পর্যায় হিসেবে বাংলাদেশের কাছে ভবিষ্যতের সাক্ষর সমাজকে কর্মমুখী শিক্ষাদানের জন্য বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রের উন্নততর ধাপ 'অব্যাহত শিক্ষা কেন্দ্র' চালু করা এবং এসব শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে যারা কারিগরি শিক্ষার বা পেশার দক্ষতা অর্জন করবেন বা পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করবেন, তাদের নিজ নিজ পেশায় নিয়োজিত করার জন্য দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির দ্বিতীয় পর্যায় হিসেবে ঋণদান করা ও ঋণকে সঠিকভাবে কাজে লাগানোর ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য ফলোআপ কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে। এভাবে আমাদের বিশাল নিরক্ষর দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সাক্ষর ও উৎপাদনমুখী শিক্ষাদান করা এবং উৎপাদন কাজে সহযোগিতা করার মাধ্যমে উৎপাদনমুখী অর্থনীতি তথা স্বনির্ভর ও মর্যাদাবান জাতি গড়ার দিকে এগিয়ে নেওয়া যায়।

মোঃ হুমায়ূন কবীর সরদার: জেলা কো-অর্ডিনেটর উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মৌলভীবাজার।

JAN 23 1999